সংলাগ-১৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ০৯-আইন/২০১৫।—বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত কর্মচারী ব্যতীত, বোর্ডের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী;

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খণ্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী; এবং

(গ) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী সকল কর্মচারী, যাহারা এই প্রবিধানমালার প্রবিধান (১১) এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর অধীন অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

মূল্য ঃ টাকা ২৪.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" অর্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা, তদানুকূলে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদা এবং উভয় প্রকার চাঁদার অর্থের সুদ সমন্বয়ে গঠিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল (Contributory Provident Fund);

(খ) "অবসরোত্তর ছুটি" অর্থ প্রবিধান ২৩ এ উল্লিখিত ছুটি;

(গ) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩;

(ঘ) "আনুতোষিক" অর্থ প্রবিধান ২৪ এর অধীন প্রদেয় আনুতোষিক;

(ঙ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(চ) "কর্মচারী" অর্থ বোর্ডের কোন কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "গণনাযোগ্য চাকুরি" অর্থ প্রবিধান ১৫ তে বর্ণিত গণনাযোগ্য চাকুরি;

(জ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর চেয়ারম্যান;

(ঝ) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ট্রাস্টি বোর্ড;

(ঞ) "তফসিল" অর্থ প্রবিধানমালার কোন তফসিল;

(ট) "তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি তহবিল;

(ঠ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, তাহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্তদিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন সুবিধা পাইবার ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতবাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(ড) "ফরম" অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরম;

(ঢ) "বোর্ড" অর্থ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ এর অধীনে গঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড;

(ণ) "সদস্য" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য;

(ত) "সভাপতি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি;

(থ) "সাধারণ ভবিষ্য তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩০ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল;

৩। **তহবিল গঠন**।—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে, 'বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ;

(খ) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার অনুকূলে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রতি মাসে বোর্ড যে অর্থ প্রদান করিত সেই অর্থ;

(গ) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রদেয় এককালীন মঞ্জুরি;

(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়; এবং

(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। **ট্রাস্টি বোর্ড**।—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বোর্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী অবসরভাতা ট্রাস্টি বোর্ড নামে একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বোর্ডের সদস্য (অর্থ)-পদাধিকার বলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বোর্ডের সচিব-পদাধিকার বলে, যিনি ইহার সদস্য হইবেন;

(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি/মনোনীত প্রতিনিধি, যিনি ইহার সদস্য হইবেন;

(ঘ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি/মনোনীত প্রতিনিধি, যিনি ইহার সদস্য হইবেন;

(ঙ) বোর্ডের প্রধান হিসাবরক্ষক, পদাধিকার বলে, যিনি ইহার সদস্য সচিব হইবেন;

(২) ট্রাস্টি বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাব সম্পাদনকল্পে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য উহার কোন সদস্য কোন বেতন, ভাতা বা পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন না।

৫। **ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য, ট্রাস্টি বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ঋণ গ্রহণ;

(গ) প্রবিধান ৬ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৬। **তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের বা সঞ্চয় হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি বৎসর এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের চলতি হিসাবে রাখিতে পারিবে।

(২) সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৭। **সদস্য-সচিবের কার্যাবলি।**—ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ;

(খ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর-ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ; এবং

(গ) ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ (যদি থাকে) অনুসারে প্রবিধান ৬ এ উল্লিখিত আমানত, ব্যাংক-হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা।

৮। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা**।—(১) এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে ট্রাস্টি বোর্ডের অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। **তহবিলের অর্থ ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষা**।—(১) তহবিলের অর্থ অবসরভাতা ও আনুতোষিক প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

(২) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব, সময় সময়, বোর্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) প্রতি আর্থিক বৎসরান্তে তহবিলের আয় ও ব্যয় এবং উদ্বৃত্তপত্র একটি স্বতন্ত্র বহিঃ নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

১০। **অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রাপ্তির যোগ্যতা**।—এই প্রবিধানমালা যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহারা সকলেই এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অনুসারে অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

১১। **কতিপয় কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ**।—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে চাকুরিরত কোন কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে, তিনি—

(ক) উক্তরূপ কার্যকর হইবার পরও উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারিবেন; অথবা

(খ) উক্তরূপ কার্যকর হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কার্যকর হইবার বিষয়টি এবং এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন কিনা সেই বিষয়টি, অফিস আদেশের মাধ্যমে কর্মচারীদিগকে অবহিত করিতে হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কার্যকর হইবার তারিখে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং অবসরজনিত সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি এই দফার অধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—

(ক) উক্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন;

(খ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারীর হিসাবে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত লাভ তহবিলে জমা হইবে;

(গ) উক্ত কর্মচারী অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চাকুরিকালের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১১ এর ৪৮ প্রবিধান অনুসারে কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পরবর্তী চাকুরিকালের প্রতিটি অর্থ বৎসরের বা আংশিক বৎসরে সর্বশেষ দিবসে বোর্ড উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বা সময়ে সময়ে ধার্য অর্থ তহবিলে জমা করিবে;

(ঘ) উক্ত কর্মচারীর চাকুরিকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণনা করা হইবে; এবং

(ঙ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত মুনাফা সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

১২। **অবসর গ্রহণ।**—প্রবিধান ১৩ ও ১৪ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রত্যেক কর্মচারী তাহার উনষাট বৎসর বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত চাকুরির বয়স পূর্তিতে বোর্ডের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

১৩। **স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ।**—(১) যে কোন কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) যে তারিখ হইতে কোন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে আগ্রহী সেই তারিখের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্বে তাহাকে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখ চূড়ান্ত তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

১৪। **বোর্ড কর্তৃক অবসর প্রদান**।— বোর্ড, **সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে**, উহার কোন কর্মচারীকে অবসর প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) উক্ত কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরি সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং বোর্ড মনে করে যে বোর্ডের স্বার্থে উক্ত কর্মচারীকে অবসর প্রদান করা প্রয়োজন; অথবা

(খ) বোর্ড কর্তৃক শৃঙ্খলাজনিত কারণে কোন কর্মচারীকে কোন বিভাগীয় মামলায় দোষী সাবস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৫। **গণনাযোগ্য চাকুরিকাল**।—(১) এই **প্রবিধান**মালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরিকাল বলিতে বোর্ডের কোন পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হইতে অবসর বা তাহাকে বোর্ড কর্তৃক অবসর প্রদান বা চাকুরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদ বিলুপ্তি বা মৃত্যুর কারণে চাকুরী অবসান হইবার তারিখ পর্যন্ত সময়কাল।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরি হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমাপ্ত পূর্ণ বৎসরকে গণনা করা হইবে এবং বৎসরের ভগ্নাংশকে বর্জন করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারীর বিনা বেতনে ছুটিকাল গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৪) কোন কর্মচারীর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বের চাকুরিকাল গণনাযোগ্য চাকুরি হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৫) বোর্ডের চাকুরিতে যোগদানের পূর্বে কোন কর্মচারী কোন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে অব্যাহতভাবে চাকুরি (Continuous Service) করিয়া থাকিলে উক্ত চাকুরিকালকে বোর্ডের চাকুরিকালীন সময়ের সাথে যুক্ত করিয়া গণনাযোগ্য চাকুরিকাল গণনা করা যাইবে।

(৬) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, কোন কর্মচারী দেশে বা বিদেশে কোন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ব বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে, লিয়েনে বা অন্য কোনভাবে কর্মরত থাকিলে এবং উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদির অর্থ আদায় করিয়া বোর্ডের নিকট সমর্পণ না করিলে উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানের চাকুরিকালীন সময়কে গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৭) প্রবিধান-২৩ এ উল্লিখিত অবসরোত্তর ছুটিকালীন সময়কে গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১৬। **গণনাযোগ্য চাকুরিতে ঘাটতি প্রমার্জন**।—(১) অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুরির ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরিতে ঘাটতি থাকিলে—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে;

(খ) ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরের বেশী নহে এইরূপ সময়ের ঘাটতি বোর্ড কর্তৃক প্রমার্জন করা হইবে, যদি তিনি,—

(অ) চাকুরিরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে (যেমন পঙ্গুত্ব বা পদ বিলুপ্তি, ইত্যাদি) অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে তিনি কমপক্ষে আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি করিতে পারিতেন; এবং

(ই) সন্তোষজনক (Satisfactory) চাকুরি করিয়া থাকেন।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরিতে এক বৎসরের বেশী সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই প্রমার্জন করা যাইবে না।

১৭। **অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গণনাযোগ্য চাকুরি**।—কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি না করিয়া থাকিলে, তিনি কোন অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

১৮। **ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা**।—কোন কর্মচারি দশ বৎসর চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর, তাহার পদ বিলুপ্ত হইলে এবং তাহাকে অন্য কোন সমান বা নিম্নতর পদে নিয়োগ করা না হইলে অথবা তিনি উক্তরূপ কোন পদে যোগদান করিতে না চাহিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা প্রদান করা যাইবে।

১৯। **অক্ষমতাজনিত অবসর ভাতা**।—কোন কর্মচারী দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নেরভিত্তিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, বোর্ডের চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে উক্ত কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তাহাকে অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা প্রদান করা যাইবে।

২০। **পারিবারিক অবসর ভাতা**।—(১) কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে, মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে বর্ণিত হার অনুসারে যে অবসরভাতা প্রাপ্য হইতেন, তাহার পরিবার সেই ভাতার সমপরিমাণে ভাতা উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর পনের বৎসর বা সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সময়কাল পর্যন্ত পারিবারিক অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে কোন প্রকারের অবসরভাতা প্রাপ্তির শুরুর পর, পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার পরিবার উক্ত পনের বৎসরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত অবসরভাতার সমপরিমাণ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা স্বামী পুনঃবিবাহ না করিলে এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে উপার্জনে অক্ষম সন্তান-সন্ততিগণ উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হারে উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর আজীবন পারিবারিক অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২১। **অবসর ভাতা প্রাপ্তির মেয়াদ**।—প্রবিধান ২০(১) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহার মৃত্যু পর্যন্ত অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২২। **অবসরভাতার হার**।—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা, তাহার প্রাপ্য সর্বশেষ মূল বেতন (অবসরোত্তর ছুটিকালীন সময়ে বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে তৎসহ) এর ভিত্তিতে প্রথম তফসিলে বর্ণিত হার বা সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, সময় সময়, প্রবর্তিত হার ও নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর অবসরভাতা সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সীমার উর্ধ্বে হইবে না।

২৩। **অবসরোত্তর ছুটি**।—(১) Public Servants Retirement Act, 1974(Act No. XII of 1974) এর বিধান সাপেক্ষে, অবসরোত্তর ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী, ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, তাহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে বার মাস পূর্ণ গড় বেতন ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়েও উহা ভোগ করা যাইবে, তবে এই ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বৎসর বা উক্ত কর্মচারীর উনষাট বৎসর বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত বয়সসীমা (যাহা পূর্বে সমাপ্ত হয়) অতিক্রম করিবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হইবার তারিখ হইতে কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারী ইচ্ছা করিলে, অবসরোত্তর ছুটি ভোগ ব্যতিরেকেও অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) অবসর গ্রহণের তারিখের অন্যূন একমাস পূর্বে অবসরোত্তর ছুটির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের অন্যূন একদিন পূর্বে অবসরোত্তর ছুটিতে যাইবেন।

২৪। **আনুতোষিক**।—(১) প্রবিধান ২০ এর উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা স্বামী এবং প্রতিবন্ধী সন্তান ব্যতীত, কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি বা উক্ত সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসরভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নের টেবিলে উল্লিখিত হারে এককালীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা :—

<u>টেবিল</u>

ক্রমিক নং	গণনাযোগ্য চাকুরিকাল	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১	দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পনের বৎসরের কম	২৬০ টাকা
২	পনের বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বিশ বৎসরের কম	২৪৫ টাকা
৩	বিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	২৩০ টাকা

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অবসরভাতা পাইবার অধিকারী কোন কর্মচারী, বা ক্ষেত্রমত, তাহার পরিবারের সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত অবসরভাতার সমর্পণযোগ্য অর্ধাংশের পরবর্তী অর্ধাংশও সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে এককালীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী অন্যূন তিন বৎসর কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরির অবসান ঘটানো হইলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবারকে তিন মাসের মূল বেতনের সমান এককালীন আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরির অবসান ঘটানো হইলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা, তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবারকে তিনি যত বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি করিয়াছেন উহার প্রতি বৎসরের জন্য তাহার সর্বশেষ মাসিক মূলবেতনের দ্বিগুণ হারে এককালীন আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

২৫। **অবসরভাতা, ইত্যাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।**—(১) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর যাহাতে তাহার পরিবারের প্রাপ্য অবসরভাতা ও আনুতোষিক উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, তিনি এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সময় চাকুরিরত কর্মচারী হইলে, এই প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখের একশত আশি দিনের মধ্যে; এবং

(খ) উক্ত তারিখের পরে চাকুরিতে যোগদান করিলে, চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে;

দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া তাহার অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া উক্ত ফরমটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পূর্বে কোন কর্মচারী উক্ত উদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে উক্ত মনোনয়ন, এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল বা পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে উত্তরাধিকারের প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে তহবিলের অর্থ প্রদান করা হইবে।

২৬। **কতিপয় বিধি-নিষেধ**।—(১) কোন কর্মচারী চাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করিলে বা চাকুরি হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, তিনি কোন অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ অক্ষমতাজনিত কারণে তাহাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হইলে যে পরিমাণ অবসর ভাতা প্রাপ্য হইতেন সেই পরিমাণের দুই- তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোনভাবে চাকুরির অবসানের সময়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন বিভাগীয় মামলা বা অন্য কোন আদালতে কোন ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাহার পরিবার কোন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহার অংশবিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) বিভাগীয় মামলায় বা ফৌজদারী আদালতে দায়েরকৃত মামলায় যদি দেখা যায় যে, কোন কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত কর্মচারীকে বা তাহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হইতে উক্ত ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সুবিধাদি প্রদান স্থগিত করা যাইবে।

(৫) কোন কর্মচারী একই সময়ে দুইটি অবসরভাতা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারকে অবসরভাতা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তাহার চাকুরিকাল সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং উক্ত চাকুরিকাল সন্তোষজনক না হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারী বা তাহার পরিবারের প্রাপ্ত অবসরভাতার পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে, হ্রাস করিতে পারিবে।

(৭) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, অবসরোত্তর ছুটিতে থাকাকালে বা অবসর গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে, কোন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুবিধাসম্পন্ন পদে নিয়োগ লাভ করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নিয়োগ লাভ করিলে তাহাকে অবসরভাতা প্রদান করা যাইবে না।

২৭। **অর্জিত ছুটি নগদায়ন**।—(১) চাকুরিতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ না করিয়া থাকিলে তিনি বা, তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবারবর্গ উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পরিবর্তে তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের সমান হারে এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থ অবসরোত্তর ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮। **অবসরভাতা ইত্যাদির আবেদন**।—(১) কোন কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে, তাহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, তৃতীয় তফসিলের প্রথম ভাগে বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে, তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত তফসিলের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত ফরমে প্রার্থিত অবসরভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অবসরভাতা বা আনুতোষিক মঞ্জুর করা হইলে, আবেদনকারীকে, তৃতীয় তফসিলের চতুর্থ ভাগে বর্ণিত ফরমে একটি 'অবসরভাতা বহি' প্রদান করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এইরূপে প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি তৃতীয় তফসিলের চতুর্থভাগে বর্ণিতভাবে একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

২৯। **অবসরভাতা, ইত্যাদি পরিশোধের স্থান**।—এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর ভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অর্থ যথাসম্ভব, উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত, বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, কোন আঞ্চলিক কার্যালয় বা কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে এবং উক্তরূপ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের উদ্দেশ্যে বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩০। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল**।—(১) এই প্রবিধানমালার কার্যকর হইবার পর বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিকল্প (Scheme) গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত চাঁদা এবং প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (ঙ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ এবং এই সকল অর্থের উপর সুদ সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল' গঠিত হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর বোর্ডের চাকুরিতে যোগদানকারী কর্মচারীগণ এবং প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশকারী কর্মচারীগণ বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য গণনাযোগ্য চাকুরি দুই বৎসর পূর্ণ না হইলে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দুই বৎসর পূর্তির পূর্বে কোন কর্মচারী, ইচ্ছা করিলে, সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদার হার, চাঁদা আদায়, মনোনয়ন, প্রদত্ত চাঁদা হইতে অগ্রিম গ্রহণ, বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধসহ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিকল্প সংক্রান্ত আনুতোষিক সকল বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য General Provident Fund Rules, 1979 সহ এতদসংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান, নিয়মাবলি ও ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে (mutatis mutandis), প্রযোজ্য হইবে।

(৫) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান অনুসারে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল ফরম প্রস্তুত করিতে পারিবে।

৩১। **প্রবিধানমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বা এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরজনিত সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলি অনুসরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে এতদবিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে এবং উভয়ের মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধান প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল

(প্রবিধান ২০ ও ২২ দ্রষ্টব্য)

অবসরভাতার হার

ক্রমিক নং	গণনাযোগ্য চাকুরি	প্রাপ্য অবসরভাতার হার (সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের %)
(১)	(২)	(৩)
১।	১০ বৎসর	৩২
২।	১১ বৎসর	৩৫
৩।	১২ বৎসর	৩৮
৪।	১৩ বৎসর	৪২
৫।	১৪ বৎসর	৪৫
৬।	১৫ বৎসর	৪৮
৭।	১৬ বৎসর	৫১
৮।	১৭ বৎসর	৫৪
৯।	১৮ বৎসর	৫৮
১০।	১৯ বৎসর	৬১
১১।	২০ বৎসর	৬৪
১২।	২১ বৎসর	৬৭
১৩।	২২ বৎসর	৭০
১৪।	২৩ বৎসর	৭৪
১৫।	২৪ বৎসর	৭৭
১৬।	২৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	৮০

দ্বিতীয় তফসিল

(প্রবিধান ২৫ (১) দ্রষ্টব্য)

অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের মনোনয়নপত্র

নং	মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসর ভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে)	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন সেক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					
২।					
৩।					

স্বাক্ষী	
১।	কর্মচারীর স্বাক্ষর
২।	নাম : ....
তারিখ :	পদবি : ....
	বিভাগ/শাখা : ....
	তারিখ :.......................................

তৃতীয় তফসিল

প্রথম ভাগ

'ক' অংশ

(প্রবিধান ২৮ (১) দ্রষ্টব্য)

অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের আবেদনপত্র

১।	কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	:	
২।	অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল	:	
৩।	জন্ম তারিখ	:	
৪।	চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	:	
৫।	কর্মচারীর বয়স ৫৯ বৎসর পূর্ণ হওয়া বা চাকুরির ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান বা বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদানের ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হইবার তারিখ	:	
৬।	ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা বা অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা বা পরিবারের জন্য অবসরভাতার ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হইয়াছে (অপ্রযোজ্যটি কর্তন করুন)	:	
৭।	গণনাযোগ্য চাকুরিকাল	:	
৮।	সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন	:	
৯।	অবসরভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে)	:	
১০।	অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে, প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ	:	
১১।	কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে—	:	
	(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	:	
	(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক	:	
	(গ) আবেদনকারী কর্মচারী কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন কিনা (মনোনয়ন না থাকিলে প্রাপকগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা-পত্র দাখিল করিতে হইবে)।	:	
১২।	ব্যাংকের যে শাখায় অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদির টাকা গ্রহণ করিতে আগ্রহী—		
	(ক) অবসর ভাতা		
	(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন আনুতোষিকের টাকা	:	
	(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা	:	

ঘোষণাপত্র :

আমি এতদদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক এবং আমি নির্ধারিত ফরমে ইতোপূর্বে অবসরভাতার জন্য দরখাস্ত করি নাই। এই আবেদনের সূত্রে আমি যদি কোন অতিরিক্ত অবসরভাতা বা আনুতোষিক অর্থ গ্রহণ করি, তাহা ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকিব।

তারিখ ঃ......................................

কর্মচারী বা আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

প্রথম ভাগ

'খ' অংশ

কর্মচারীর বা আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর ও অঙ্গুলির ছাপ

আবেদনপত্রের 'ক' অংশে উল্লিখিত অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদদ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর ও অংগুলির ছাপ নিম্নে প্রদান করিলাম :

নমুনা স্বাক্ষর

(১)................................(২)..................................(৩)..................................

অংগুলির ছাপ

বৃদ্ধাংগুলি	তর্জনী	মধ্যমা	অনামিকা	কনিষ্ঠা

কর্মচারী বা আবেদনকারীর স্বাক্ষর :

নাম : ....

তারিখ : ....

সত্যায়িত

....

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল
দ্বিতীয় ভাগ
‘ক’ অংশ
{প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য}

(অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদির আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্মচারীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিম্নের অংশ পূরণ করিবেন)

১।	কর্মচারীর নাম	:	
২।	পিতার নাম	:	
৩।	মাতার নাম	:	
৪।	জাতীয়তা	:	
৫।	কর্মচারীর সহিত ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা	:	
৬।	অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অব্যবহিত পূর্বের কর্মচারীর পদের নাম	:	
৭।	কর্মচারীর জন্ম তারিখ	:	
৮।	সনাক্তকরণ চিহ্ন	:	
৯।	চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	:	
১০।	অবসরভাতা প্রাপ্যতার তারিখ	:	
১১।	আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ	:	
১২।	গণনাযোগ্য চাকুরিকাল	:	
১৩।	প্রার্থীত অবসরভাতাসহ অন্যবিধ সুবিধার ধরন	:	
১৪।	সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন	:	
১৫।	প্রার্থীত মাসিক অবসরভাতার মোট পরিমাণ	:	
১৬।	প্রস্তাবিত সমর্পণের পরিমাণ	:	
১৭।	প্রাপ্য নীট অবসরভাতার পরিমাণ	:	
১৮।	অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান—	:	
	(ক) অবসরভাতা	:	
	(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন আনুতোষিক	:	
	(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা	:	
১৯।	যেই তারিখে অবসরভাতা প্রদেয় হইয়াছে বা হইবে	:	

____

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'খ' অংশ

{প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য}

গণনাযোগ্য চাকুরির হিসাব

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

নং	চাকুরি, ছুটি ইত্যাদির বর্ণনা	হইতে	পর্যন্ত	সময়কাল
১।	চাকুরির মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরিকাল, যদি থাকে, উহাসহ)			
২।	অসাধারণ ছুটি			
৩।	কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল (যদি থাকে)			
৪।	চাকুরিকালে কোন বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল			
৫।	বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরিকাল			
৬।	ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরিকাল			
৭।	অননুমোদিত অনুপস্থিতি			
	সর্বমোট চাকুরিকাল			

নীট গণনাযোগ্য চাকুরিকাল...

গণনাযোগ্য চাকুরিতে মার্জনাকৃত ঘাটতি...

সর্বমোট গণনাযোগ্য চাকুরি.......................বৎসর.................মাস..............দিন................

....

প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'ঘ' অংশ

(প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য)

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরিকাল সন্তোষজনক। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষ তাহাকে মাসিক নীট অবসরভাতা .... টাকা এককালীন আনুতোষিক এতদদ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরিকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাহার অবসরভাতা নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া অডিট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষ, মঞ্জুর করা হইল।

(ক) নীট অবসরভাতার পরিমাণ : ....

(খ) এককালীন আনুতোষিক : ....

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন : ....

অবসরভাতার প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ : ....

....

সভাপতির স্বাক্ষর ও সীল

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

‘ঙ’ অংশ

{ প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য }

(অডিট বিভাগ পূরণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য গণনাযোগ্য চাকুরির পরিমাণ ....

২। গণনাযোগ্য চাকুরি গণনার ক্ষেত্রে প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ (যদি থাকে) : ....

৩। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য—

(ক) অবসরভাতার পরিমাণ ....

(খ) এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণ : ....

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের পরিমাণ ....

৪। ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত পরিমাণ সম্পর্কে প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ : ....

৫। অবসরভাতা প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ : ....

....

অডিট বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতার হিসাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উহার হিসাব সঠিক পরিমাণ : ....।

২। অবসরভাতার বা এককালীন আনুতোষিক বা অর্জিত ছুটি নগদায়নের ইস্যুর নম্বর : .... তারিখ ....

....

প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

তৃতীয় ভাগ

(প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য)

অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রদানের আদেশ

নম্বর : .... তারিখ : ....খ্রিস্টাব্দ / ....বঙ্গাব্দ

অবসরভাতার শ্রেণি ও উহা মঞ্জুরির আদেশের তারিখ	অবসরভাতা গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ চিহ্ন	উচ্চতা (মিটার/ সেন্টিমিটার)	জন্ম তারিখ	অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা	প্রদেয় মাসিক অবসরভাতার পরিমাণ

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এতদদ্বারা জনাব/বেগম .... এর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে—

(ক) নীট অবসরভাতা হিসাবে .... টাকা মঞ্জুর করা হইল। উক্ত অবসরভাতা প্রত্যেক মাস শেষ হইবার পর তাহাকে বা মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(খ) .... টাকা সমর্পণের বিপরীতে .... টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হইল, যাহা এককালীন তাহাকে বা মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ .... টাকা মঞ্জুর করা হইল, যাহা তাহাকে বা মনোনীত ব্যক্তি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

....

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

দ্বিতীয় ভাগ

'গ' অংশ

{প্রবিধান ২৮(২) দ্রষ্টব্য}

অবসরভাতা বা অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

১। প্রাপ্য মোট অবসরভাতার পরিমাণ

....

সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন

................টাকার ....

...........................(% হারে)

................................টাকা

২। শতকরা........................ভাগ..........................

সমর্পণের পর নীট অবসরভাতার পরিমাণ :

৩। প্রথম ৫০% সমর্পিত অবসরভাতা ....

প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণ : ....

৪। পরবর্তী ৫০% সমর্পিত অবসরভাতা ....

টাকার প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণ :........................

৫। কর্মচারীর অর্জিত ছুটির নগদায়নের বিবরণ ঃ

(ক) ছুটির পরিমাণ :...

(খ) প্রাপ্য টাকার পরিমাণ:...

....

প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

চতুর্থ ভাগ

'ক' অংশ

(প্রবিধান ২৮(৩) দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অবসরভাতা পরিশোধ বহি

পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত **ছবি**

১। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও সর্বশেষ পদ:..

২। অবসরভাতা গ্রহণকারীর নাম:...

৩। কর্মচারী বা অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা:...

অবসরভাতা প্রাপ্যতা ও অনুমোদনের তারিখ	জন্ম তারিখ	অবসরভাতার প্রকৃতি	মাসিক মোট অবসরভাতার পরিমাণ

সূত্র নং ....

তারিখ ....

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রদান করুন

জনাব/বেগম ....নীট অবসরভাতা......................... টাকা (কথায়)..টাকা যাহা প্রত্যেক মাস শেষ হইবার পর পরিশোধযোগ্য এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন.................................. টাকা আনুতোষিক প্রদান করুন।

....

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

চতুর্থ ভাগ

'খ' অংশ

{ প্রবিধান ২৮(৩) দ্রষ্টব্য }

রেজিস্টার

প্রদত্ত অবসরভাতার বৎসর ও মাস	পরিশোধের তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	বিতরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
জানুয়ারি/২০				
ফেব্রুয়ারি/২০				
মার্চ/২০				
এপ্রিল/২০				
মে/২০				
জুন/২০				
জুলাই/২০				
আগস্ট/২০				
সেপ্টেম্বর/২০				
অক্টোবর/২০				
নভেম্বর/২০				
ডিসেম্বর/২০				

বোর্ডের আদেশক্রমে

অসিত কুমার মুকুটমণি
চেয়ারম্যান।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd